আশাপূর্ণা দেবীর
কাহিনী অবলম্বনে

প্রথম প্রতিশ্রুতি

কস্তুরী ফিল্মসের
নিবেদন

কস্তুরী ফিল্মসের
প্রথম নিবেদন
আশাপূর্ণা দেবীর
রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত
কাহিনী

প্রথম প্রতিশ্রুতি

প্রযোজনা ঃ
মুকুল মজুমদার
চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা ঃ
দীনেন গুপ্ত
সংগীত ঃ
নীহার রায়

রূপায়ণে ঃ বসন্ত চৌধুরী শমিত ভঞ্জ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় কাজল গুপ্ত হাঁসু বন্দোপাধ্যায় অনুভা ঘোষ গীতা দে মলিনা দেবী পদ্মা দেবী

তপতীঘোষ শেখর চট্টোপাধ্যায় পার্থ মুখোপাধ্যায় জহর রায় চিন্ময় রায় অমর বিশ্বাস ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দীপক গঙ্গোপাধ্যায় নির্মল ঘোষ অমরনাথ শম্ভু নৃপতি সৌমেন সলিল মুরারী বৈদ্যনাথ মনি অসিত হাসি মাঃ বুম্বা শ্যামলেন্দু লক্ষ্মীকান্ত শান্তিময় স্বপনকুমার পাখীরা অজয় শান্তি মানিক সূর্য লীলাবতী (করালী) শিবানী বোস লতিকা পলিন লিপিকা শ্যামলী ডালিয়া দেবযানি বেবী সীমা বীনা এবং

সত্যবতীর চরিত্রে ঃ সোনালী গুপ্ত

গীতরচনা: পুলক বন্দোপাধ্যায় নীহার রায় সম্পাদনা: রমেশ যোশী চিত্রনাট্য : অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় শিল্পনির্দেশনা কার্ত্তিক বসু শব্দগ্রহণ: জে. ডি. ইরানী অনিল তালুকদার সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা: শ্যামসুন্দর ঘোষ রূপসজ্জা: মনোতোষ রায় ব্যাবস্থাপনা: সুধীর রায় কোষাধক্ষ্য: দুলাল চন্দ্র দাঁ স্থিরচিত্র: বলাকা প্রচার অংকন: বিদ্যুৎ চক্রবর্ত্তী প্রচার সচিব: শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

প্রধান সহকারী:- পরিচালনায়: সুজিত গুহ সংগীতে: অলোক নাথ দে চিত্রগ্রহণে: বেনু সেন
সহকারী:- পরিচালনায়: রাজকুমার রায়চৌধুরী তপন চট্টোপাধ্যায় চিত্রগ্রহণে: কান্তি তেওয়ারী ক্ষেত্র লেস্কা সম্পাদনায়: রমেন ঘোষ শিল্পনির্দেশনায়: সূর্য চট্টোপাধ্যায়, রূপসজ্জা: অক্ষয় দাস, শব্দগ্রহণ: সিদ্ধি নাগ, নিতাই জানা, মানিক। সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজন: জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ সরকার, গোপাল ঘোষ সাজসজ্জা সরযূলাল ব্যবস্থাপনা: খোকন দাস পরিস্ফুটন: গৌরী মুখোপাধ্যায় অজিত রায় পীতাম্বর দাস চণ্ডীচরণ শীল আলোকসজ্জা: হেমন্ত দাস মনোরঞ্জন দত্ত সুখরঞ্জন দত্ত বিনয় ঘোষ দেবেন দাস মগরু নারায়ণ সাজসজ্জা: ডি আর মেকাপ পোষাকনির্মাতা: স্মার্ট টেলরর্স শয্যা: New Cornwalis Exchange অন্তদৃশ্য গ্রহণ: ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও। শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

বিশ্ব পরিবেশনায় ঃ পিয়ালী ফিল্মস

গল্প

গৌরীদান করেছিলেন কবিরাজ রামকালী।
দশগাঁয়ের প্রভাব প্রতিপত্তি আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রচন্ড প্রতিভাধর এই মানুষটি তদকালীন সমাজব্যবস্থা এড়াতে পারেন নি।
তাই একমাত্র কন্যা সত্যবতীকে শিশুবয়সেই বিবাহ দিয়াছিলেন ভিন গাঁয়ের নীলাম্বরের পুত্র নবর সঙ্গে।

সারাদিন সঙ্গীদের সাথে মাঠে ঘাটে হৈচৈ করেই সত্যবতীর দিন কাটে চঞ্চলা কিশোরী প্রকৃতির অনাবিল আনন্দের সাথে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে পাড়া প্রতিবেশী বা আত্মীয়দের সংসারে নানারূপ বিপর্যয়ের ইতিহাস সত্যবতীকে যেন আনমনা করে তোলে।

তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সমাজব্যবস্থার বিকৃত রূপ। মেয়েরা অশিক্ষিত, ঘরের কোনে বসে পুরুষের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্যই যেন তাদের জন্ম।
শিশুবয়সেই বিবাহ হয়ে যায়—তারপর দীর্ঘদিন পিতার সংসারে থেকে সাবালিকা হয়ে যেতে হয় শশুরবাড়ী।
সেখানেও অচেনা পরিবেশে শশুড়-শাশুড়ীর গঞ্জনা—
প্রতিবেশীনিদের কটাক্ষ—
স্বামীর অত্যাচার কত কিছু সহ্য করতে হয়। সত্যবতী দেখতে পায় অশিক্ষিত মেয়েদের গৌরীদানের কুফল।
সর্বত্রই বালবিধবাদের অসহায় অবস্থা—
পরিত্যক্তা মেয়েদের অসম্মান।

সত্যবতী বিদ্রোহ করে,—মাকে জানায় সে লেখাপড়া করবে। চমকে ওঠেন ভুবনেশ্বরী। নারী শিক্ষা? পিতার কাছে দরবার করে সত্যবতী। কন্যা স্নেহপরায়ণ রামকালী চমকে ওঠেন। অশান্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন পরম বিস্ময়ে।
সত্যবতী পিতাকে বোঝায়, সে যদি পরিত্যক্তা হয়—শশুরবাড়ীতে যদি সে আশ্রয় না পায়—তবে?

রামকালীর সবকিছু ওজর আপত্তি ভেসে যায়। সত্যবতী পড়াশুনা করে। সে বড় হবে—স্বাধীন হবে। অন্যায়ের বিরূদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে। সমাজের অন্ধ-কুসংস্কার সে ভেংগে ফেলবে।
নীলাম্বরের বাড়ী থেকে লোক আসে, সত্যবতীকে শশুড়ালয়ে যেতে হবে। এতটুকু মেয়ে — সবাই.আপত্তি জানায়।
কিন্তু সত্যবতী সবার বিরূদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।
শশুড়বাড়ী তাকে যেতেই হবে।

পিতামাতা ও সংগীসাথীদের অশ্রুজল—অতিপ্রিয় মাঠঘাট—
সবকিছু পেছনে ফেলে সত্যবতী রওনা হয়ে যায়।
কিন্তু শাশুড়ী এলোকেশীর অনুশাসনে সত্যবতী অস্থির হয়ে ওঠে।
তার কৈশোরের চাঞ্চল্য বিদ্রোহ করতে চায়।
স্বামী নব সারাদিন বাইরেই কাটায়।
তাছাড়া পিতামাতা তার গুরুজন।
তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস পায়না কিশোর নবকুমার।

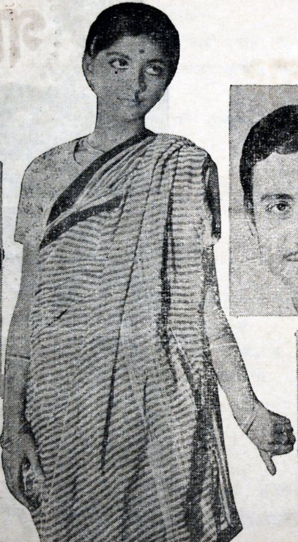

—সত্যবতীর একমাত্র সান্তনা নীলাম্বরের
স্বামীগৃহ-পরিত্যক্তা ভাগ্‌নী সদু।
সত্যবতীকে সে সহানুভূতি জানায়—
প্রয়োজনে মামীর সঙ্গে কলহও করে

কিন্তু সাংসারিক বিবাদ চরমে ওঠে যখন কিশোরী বধূ-
শশুড়ের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।
গৃহদেবতার নিত্যপূজাপাঠ করেও নীলাম্বর প্রতিদিন
গভীর রাতে নেশাগ্রস্থ হয়ে বাড়ী ফেরে। সত্যবতীর অসহ্য মনে হয়।
বিস্মিত নীলাম্বর অভিমান করে সস্ত্রীক গৃহত্যাগ করতে চায়।
এই সময় রামকালী আসেন কন্যাকে তার আত্মীয়ার বিয়ে উপলক্ষে নিয়েযেতে।
কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে সত্যবতী ঘোষণা করে পিত্রালয়ে সে যাবেনা।
শশুড়ঘরই তার প্রধান তীর্থ।
ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যায় রামকালী।

★ ★

★

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

নস্কর বাড়ী (খেয়াদহ) শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র ও
প্রপুত্রদ্বয়ের সহায়তায় লাঙ্গলবেড়িয়া চক্রবর্ত্তী বাড়ী
রনজিত কুমার ঘোষ (লাঙ্গলবেড়িয়া)
ভুপেন্দ্রনাথ পারুই (আমতলা)

সর্ব্বগুণ নিধি
জটাদার রূপের বাহার
তোরা দেখবি যদি আয়
থপথপাথপ চলে দাদা গোদা গোদা পায়
আহা রূপের বাহার তোরা দেখবি যদি
আয়
এমন রূপ কেউ দেখেনি বৃন্দাবন
আর মথুরায়
থপথপাথপ চলে দাদা
কালো মোটা জটা দাদা যেন ভোঁদা
হাতী
বৌ ঠেঙ্গানো দাদার পিঠে
ব্যাঙে মারে লাথি
আয়রে সবাই আয়রে মজা দেখবি আয়
ভয় পেয়ে জটাদাদা হায়রে হায়
ভূড়ি চলে আগে আগে কেমন মানায়
থমকে পালায় দাদা চমকে পালায়

★ ★

★

আঁখিজল
আঁখিজলে রাখব ধরে মধুর মুখের হাসি
(আজ) সবার ভালয় মিশবে আমার
ভালবাসাবাসি
আঁখিজলে রাখব ধরে
বিধি আমার এই ললাটে
সুখের কথা কেবল কাটে
ব্যথা নদীর বাঁধন কেটে অকূলেযাই
ভাসি ভালবাসাবাসি
যেতে যেতে আর ডেকোনা দাও যেতে
দাও
ফেলে আসা এই চাওয়াকে আর
কেন চাও
হৃদয় যদি বোঝে গো ভুল
কাঁটাই দেখে দেখেনা ফুল
সেই আধারের প্রদীপ হয়ে জ্বলতে
আমি আসি, ভালবাসাবাসি ॥

কণ্ঠসংগীতে ঃ
মান্না দে চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায় ভুনা মতিলাল
রূপা মতিলাল সুনীতা ঘোষ মীনা খাস্তগীর

সম্পাদনা ঃ শৈলেশ মুখোপাধ্যায় পিয়ালী ফিল্মসের প্রচার ও জন-
সংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও ad-prints কর্তৃক মুদ্রিত

নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত প্রযোজিত

বিশ্বজয়ী চিত্রসম্ভার

পূর্ণিমা পিক্‌চার্সের
রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিজয়ী

ছুটি

পরিচালনাঃ অরুন্ধতী দেবী

রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক বিজয়ী
প্রমোদকর মুক্ত

গুপীগাইন বাঘাবাইন

পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়

প্রিয়া ফিল্‌মসের
রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক বিজয়ী

হাটে বাজারে

পরিচালনা ঃ তপন সিংহ

অরণ্যের দিনরাত্রি

পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়

প্রতিদ্বন্দ্বী

পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়

পূর্ণিমা পিকচার্সের পরবর্তী আকর্ষণ
লক্ষ্য রাখুন